জনবহুল দেশ বা জনাধিক্যের দেশ বলতে কি বুঝ

ম্যালথাসের তত্ত অনুযায়ী যখনই কোন দেশে উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণের সাহায্যে সেই দেশের জনসাধারণের খাদ্য সংস্থান হয়না তখন সেই দেশকে জনবহুল দেশ বলে

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত অনুসারে কোন দেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়I ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যাকে বলা হয় কাম্য জনসংখ্যাI কোন দেশের জনসংখ্যা যদি কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে সেই দেশকে জনবহুল দেশ বলেI

জনসংখ্যা রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে সেটি জনসংখ্যা রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত বা জনসংখ্যার স্তর পরিবর্তনের তত্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় Iজনসংখ্যা রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি স্তর নির্দেশ করেI

প্রথম স্তর

প্রথম স্তরটি হল পশ্চাত্পদ অনুন্নতির স্তর Iএ সময় জন্মহার যেমন বেশি থাকে তেমনি মৃত্যুহারও বেশি থাকে IIফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম থাকে Iজীবন যাত্রার মান, নির্ধারণ দারিদ্র্য ও অপুষ্টি, সুচিকিৎসার অভাব প্রভৃতি কারণে এই স্তরে মৃত্যুহার বেশি থাকে এছাড়া নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ মহামারীর ফলেও মৃত্যুহার বেশি হয় এ স্তরে জন্মহার বেশিকারন শিক্ষার অভাব ,অল্প বয়সে বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় স্থিতিশীল থাকে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে অতি নিম্নস্তরে ভারসাম্য বিরাজ করে

দ্বিতীয় স্তর

উন্নয়নের এই স্তরে মৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাস পায় ,কিন্তু জন্মহার সেই অনুপাতে কমে নাI এটিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক বা সূচনার স্তর বলে Iখাদ্যের ব্যবস্থা ,চিকিৎসার উন্নতি, নানা ধরনের জীবনদায়ী ঔষধের ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসারের ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য কমে যায় Iএছাড়া সরকারী জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার ফলে সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মৃতের সংখ্যাও বিশেষভাবে হ্রাস পায় Iএই স্তরের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণ অভিযান ইত্যাদি অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য বিশেষ কার্যকরী হয় নাI ফলে এই স্তরটি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্তর বলে এবং এই স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নানা সমস্যা সৃষ্টি করেI এটিকে জনবিস্ফোরনের স্তর বলেI বর্তমানে এই স্তরে থাকার জন্যই জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা হলো ভারতের মৌলিক সমস্যা

তৃতীয় স্তর

এটি হল অর্থনৈতিক উন্নতির স্তরI এখানে মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার দ্রুত হ্রাস পায় বলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, শিক্ষার প্রসার ঘটে, জনচেতনা বৃদ্ধি পায় স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষা বৃদ্ধি পায়I এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়া দ্রুত হতে থাকেI এই স্তরে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা সার্বজনীন হয়ে ওঠে Iজনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছোট পরিবারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্তানের সংখ্যা কম রাখেI দেশে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ ও জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়, তখন জনসাধারণ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার চেষ্টা করেI ফলে দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান দূর হয় এবং দেশ জনবিস্ফোরনের স্তর থেকে বেরিয়ে আসেI এই স্তরে

জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিতে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না I মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ,জার্মানি ,ফ্রান্স উন্নত দেশগুলি বর্তমানে এই স্তরে পৌঁছেছেI

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

পরিকল্পনার শুরুতে 1951 সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল 36.10 কোটি, 2021 সালে মোট জনসংখ্যা হল প্রায় 139 কোটি

1. দেশ বিভাগ

1947 সালে ভারত পাকিস্তান ভাগ হওয়ার ফলে এবং 1971 সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে আগত অনেক মানুষ পাকাপাকিভাবে ভারতে বাস করতে থাকে এবং এর ফলে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়I

2. মৃত্যুহার হ্রাস

1951 সালে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল 27.4 Iসেটি কমে 2020তে দাঁড়ায় 7.3 I পরিকল্পনাকালে খাদ্যের ব্যবস্থা, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি, নানা ধরনের জীবনদায়ী ঔষধের ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির ফলে ভারতে মৃত্যু হার কমেছে Iএছাড়া জনকল্যাণমূলক সরকারী ব্যবস্থার ফলে সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর সংখ্যাও বিশেষভাবে কমেছেI এসবের জন্য মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে

3. জন্মহার বৃদ্ধি

ভারতে মৃত্যুহার হ্রাসের তুলনায় জন্মহার বৃদ্ধির বেশি হওয়ার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছেI ভারতে জন্মহার বৃদ্ধির পশ্চাতে যে অর্থনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ যুক্ত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো

a)বিবাহ

উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে অবিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম কারণ বিবাহিত ব্যক্তিদের ভারতীয় সমাজ করুণার দৃষ্টিতে দেখেন

b)বাল্যবিবাহ

আইন প্রণয়ন করা সত্বেও বাল্যবিবাহ ভারতবর্ষে এখনো চালু আছেI ভারতবর্ষে গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী বিশাল জনসাধারণ নানা ধরনের সামাজিক চাপে বাল্যবিবাহের বিশ্বাসীI অতি অল্প বয়সে বিবাহ করার জন্য অধিক সন্তানের জন্ম হয়, ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায়I যৌথ পরিবার প্রথা

c) যৌথ পরিবার প্রথা

যৌথ পরিবার প্রথায় আর্থিক নিরাপত্তা থাকে বলে অনেক সময় আর্থিক সাবলম্বী না হওয়া সত্বেও বিবাহ এবং সেই সঙ্গে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে দ্বিধাবোধ করে না, ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায়
d)সংস্কার

ভারতীয় জনগণের ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস হেতু সন্তানের জন্মকে তারা ঈশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাই পরিবার পরিকল্পনার কথা চিন্তা করে না Iতাছাড়া পুত্র সন্তান না থাকলে বংশ রক্ষা হবেনা এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক মনোভাব জন্মহার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ

e) অজ্ঞতা ও অশিক্ষা

উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের জন্য নিজেদের অনিচ্ছাসত্তেও অধিক সন্তানের জন্ম দেয় ও জন্মহার বৃদ্ধি পায়

f) দারিদ্র

দরিদ্র ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ব্যক্তি মনে করে অধিক সন্তান সংসারের অধিক আয়ের পথ খুলে দেবেI ওই সমস্ত ব্যক্তির জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা মাথায় আসে নাI তাছাড়া সন্তান প্রতিপালনের জন্য ব্যয় (শিক্ষা ইত্যাদি) খুব কমI উপরন্তু অল্প বয়স্ক শিশু পরিবারের জন্য নানা ধরনের কাজ করে , অনেক সময় অর্থ উপার্জনকারী একক হিসেবে কাজ করে এবং পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে থাকে

g) ধীরগতিতে নগরায়ন

শহরে বসবাসে নানা ধরনের সমস্যা আছে Iযেমন বাসস্থানের সমস্যা ,পরিবার প্রতিপালনের অধিক ব্যয়I কিন্তু এই সমস্যাগুলি গ্রামে তীব্র নয় Iআদম শুমারি তথ্য অনুযায়ী গ্রাম থেকে শহরের সন্তান বৃদ্ধির হার কম Iতাই বলা যায় ভারতের নগরায়ন যথাযথ গড়ে না ওঠাও জন্মহার বৃদ্ধির একটি কারণ

সুতরাং ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন জন্মহার বৃদ্ধির হার হ্রাসI জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাত্মক ,বলিষ্ঠ, বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা প্রয়োজনI এই ব্যাপারে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিতI